দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৪ ...

ঢাবি সিনেটে বক্তারা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস আন্দোলন-সংগ্রামের। বিভিন্ন সময় তারা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে। জঙ্গীবাদ বর্তমানে দেশের অগ্রগতির পথে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

(২ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সোমবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ আহ্বান জানান। মুজিবনগর সরকার দিবস ২০১৭ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সভার আয়োজন করে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ রহমত উল্লাহর পরিচালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবউদ্দীন আহমেদ বীর বিক্রম, ঢাবি প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমেদ প্রমুখ।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন, বাঙালী অপরাজেয়। যেখানে এই দেশটি একটি দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ ছিল সেখান থেকে আজ আমরা কতটা এগিয়ে গেছি তরুণ প্রজন্মকে সেটি মনে রাখতে হবে। তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তাদের মাথায় রাখতে হবে- আমরা যেই জায়গা থেকে এখানে এসেছি, তা ছিল চিন্তার বাইরে। এটিই প্রমাণ করে আমরা চাইলে পারি এবং আগামীতেও পারব। তিনি বলেন, টেক্সটবুক ভবন থেকে পাঠ্যবই রচনার দায়িত্ব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে। শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট দর্শন থাকতে হবে। একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে আমরা কোন দর্শনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে চাই। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে বিভিন্ন সময় পথ দেখিয়েছি। আগামীতেও বিশ্ববিদ্যালয়টি এ ধারা অব্যাহত রাখবে বলে আশা রাখছি। প্রবীণ এই আইনজীবী আরও বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আরও এগিয়ে গিয়েছিল। যা পুরো বিশ্ব জেনেছিল। তিনি বলেন, মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ এইচ এম কামরুজ্জামানের ছিল অসামান্য অবদান। এ নামগুলো আরও বেশি উচ্চারিত হলে বঙ্গবন্ধুকে আরও বড় বলে মনে হয়। তাই তাদের যথাযথভাবে স্মরণ করতে হবে।

মাহবুবউদ্দীন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটি জনযুদ্ধের ইতিহাস। গুটি কয়েক রাজাকার ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশের সব মানুষ আমাদের সঙ্গে ছিল। যার ফলে এদেশ স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা অতীতে যেভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি এখন জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। কোনভাবেই দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত হতে দেয়া যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর